42

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শতাধিক কলেজে কেহই পাস করে নাই

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের ৬৪৫ টি কলেজ হইতে ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯৫ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়াছে। কিন্তু শতাধিক কলেজ হইতে বিভিন্ন শাখায় কোন প্রার্থীই পাস করে নাই। সারাদেশে বিএ পরীক্ষায় ১৪টি কলেজ হইতে কোন প্রার্থী পাস করে নাই। বিএসএস এ ৩১টি কলেজ (১১শ পৃষ্ঠঃ)

শতাধিক কলেজে

(প্রথম পৃঃ পর)

হইতে, বি কম পরীক্ষায় ৪৮টি কলেজ হইতে এবং বিএসসি পরীক্ষায় ১৩টি কলেজ হইতে কেহই পাস করে নাই। এই কলেজগুলির মধ্যে অধিকাংশ কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ জন।

বিকম পরীক্ষায় ভজনপুর ডিগ্রী কলেজ, দেবীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, পাথরাজ মহাবিদ্যালয়, ফুলবাড়ী সরকারী কলেজ, হাকিমপুর ডিগ্রী কলেজ, বীরগঞ্জ কলেজ, তারাগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, করিম উদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, মীর ইসমাইল হোসেন ডিগ্রী কলেজ, বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ, শিবগঞ্জ এম এইচ ডিগ্রী কলেজ, শেরপুর কলেজ, হাজী মোহসীন সরকারী ডিগ্রী কলেজ, নওহাটা ডিগ্রী কলেজ, শাহ মখদুম মহাবিদ্যালয়, যশোর উপশহর কলেজ, শহীদ আব্দুস সালাম ডিগ্রী কলেজ, এম এ মজিদ ডিগ্রী কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, নর্থ খুলনা ডিগ্রী কলেজ, আবুল কালাম কলেজ, শেরে বাংলা কলেজ চিতলমারী, মোংলা কলেজ, খলিলুর রহমান ডিগ্রী কলেজ, রামপাল কলেজ, পাবনা দিবা ও নৈশ কলেজ, আমতলী ডিগ্রী কলেজ, মৌকরণ বিএলপি কলেজ, জনতা কলেজ, হিজলা কলেজ, মুলাদী কলেজ, সরকারী ফজলুল হক কলেজ, সরকারী বাকেরগঞ্জ কলেজ, ঝালকাঠি সরকারী কলেজ, রাজৈর কলেজ, সরকারী এসকে কলেজ, ধনবাড়ি কলেজ, ঢাকা দক্ষিণ ডিগ্রী কলেজ হইতে কোন ছাত্র-ছাত্রী পাস করে নাই।

বিএসসি পরীক্ষায় সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজ রংপুর, সরকারী গনি ডিগ্রী কলেজ, শেরপুর ডিগ্রী কলেজ, শান্তাহার সরকারী কলেজ, আলমডাঙ্গা কলেজ, মেহেরপুর সরকারী কলেজ, সিরাজউদ্দিন মেমোরিয়েল কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ হইতে কেহই পাস করে নাই।

যে কলেজসমূহ হইতে বিএ পরীক্ষায় কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই সেগুলি হইতেছেঃ জয়পুর হাটের মহীপুর হাজী মোহসীন সরকারী কলেজ, সরকারী সাদত কলেজ করটিয়া, গুরুদয়াল সরকারী কলেজ, শেরপুর হাজী জালমামুদ কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, সিলেট মদনমোহন কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর মহাবিদ্যালয়, রায়পুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, পাহাড়তলী কলেজ চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি কাচালং কলেজ ও শাহরাস্তি ডিগ্রী কলেজ।

বিএসএস পরীক্ষায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে নাইঃ পঞ্চগড় মির্জা গোলাম হাফিজ ডিগ্রী কলেজ, দেবীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, শ্যামপুর ডিগ্রী কলেজ, চেনোরপাড়া কলেজ, মনসুর হোসেন ডিগ্রী কলেজ, মহাস্তান শাহী সাওয়ার ডিগ্রী কলেজ, শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজ, বিলচলন শহীদ শামসুদ্দোহা কলেজ, গোমস্তাপুর সোলেমান মিয়া কলেজ, সলংগা ডিগ্রী কলেজ, শহীদ আব্দুস সালাম ডিগ্রী কলেজ, লোহাগড়া আদর্শ কলেজ, নর্থ খুলনা ডিগ্রী কলেজ, আবুল কালাম মহাবিদ্যালয়, শরণখোলা ডিগ্রী কলেজ, রামপাল কলেজ, চৌহাসী ডিগ্রী কলেজ, বুনাগাতী ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়, জনতা ডিগ্রী কলেজ, হিজলা ডিগ্রী কলেজ, ঝালকাঠি তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) কলেজ, বেগম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলেজ, দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ, আবুজর গিফারী কলেজ, আব্দুর রহমান ডিগ্রী কলেজ, বাজিতপুর ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা ভেজগাঁও কলেজ, রাজনগর ডিগ্রী কলেজ মৌলভীবাজার, কবিরহাট সরকারী কলেজ, ছাগলনাইয়া সরকারী কলেজ ও কাচালং কলেজ হইতে।

হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, যারা লেখাপড়া করেছে তারাই এবার মূলত পাস করেছে। পড়ালেখায় ফাঁকি দেয়া বা কম পড়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক বলেন, যেসব ছাত্রছাত্রী কলেজে ঢুকেই পড়ার টেবিলে বসেছে তারাই পাস করেছে। এসএসসিতে 'প্রশ্ন ব্যাংক' পদ্ধতির সুবাদে যারা একচেটিয়া পাস করেছিল তাদের কপাল মন্দ হয়েছে।

তিনি বলেন, অভিন্ন প্রশ্নপত্র পদ্ধতি খুবই ভালো। এতে সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের একই মানদণ্ডে বিচার করা যায়।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান 'সংবাদ'-এর যশোর প্রতিনিধিকে বলেন, এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সেই ছাত্রছাত্রীরা এবার বর্ণনামূলক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে হিমশিম খেয়েছে। বিগত দিনে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ প্রশ্ন 'রিপিট' করা হতো। এবার রিপিটেশন ছিল বেশি। ইংরেজি, অর্থনীতি ও যুক্তিবিদ্যার প্রশ্নকর্তারা ছিলেন খুবই নির্দয়। বিশেষ করে ইংরেজি প্রশ্ন ছিল সাধারণ ছাত্রদের গড় মানের বাইরে।

মতিঝিল আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফয়জুর রহমান বলেন, প্রশ্ন এবং পরীক্ষা দুটোই কড়া হওয়ায় পাসের হার কমে গেছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আনওয়ার-উল আজীম সিদ্দিকী গতকাল 'সংবাদ'-এর কুমিল্লা প্রতিনিধিকে বলেনঃ এবার শিক্ষার্থীদের মূল বিপর্যয়ের কারণ ছিল ইংরেজি। প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি ছিল না। মফস্বল কলেজগুলোতে ইংরেজির শিক্ষকের সংকট রয়েছে। তাই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে ফেল করেছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বছরে কি প্রশ্ন হবে তা অনুমান করতো এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতো। এবার শিক্ষক-ছাত্র কেউ সেই ধরনের অনুমান করতে পারেনি। তাই শিক্ষকদের সাজেশন ছিল বিভ্রান্ত।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী বছর আর এমন হবে না। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের বিষয় মাথায় রেখে সবাই লেখাপড়া করবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেন, নির্দয় প্রশ্নপত্র হওয়ার কারণেই ফল বিপর্যয় ঘটেছে।